

বিশ্বাসীদের মা

(উম্মুল মুমিনিনের জীবনী থেকে আমাদের পাথেয়)

মূল : ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদ

রেজায়ি সেন্টার

মুহাম্মদ খালিদ
সাইফুল্লাহ
আহমাদ ভূঁইয়া
সৈয়দা ফাবিহা
তাসনিম

সানিকুদরাত সাকি
নাঈম আহমেদ
শামিম রেজায়ী



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

প্রকাশকের কথা

নবিজির সম্মানিতা স্ত্রীগণ আমাদের মা। উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মা। মায়েরা কেমন হয়? সন্তানের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। ঠিক তাই। উম্মাহাতুল মুমিনিন আমাদের শিক্ষক ও গাইড।

এই পবিত্রা মায়াদের নিয়ে অনেক জীবনীগ্রন্থ আছে। কিন্তু শাইখ ইয়াসির ক্বাদি ভিন্ন এক আঙ্গিকে তাঁদের উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেছেন। ‘Mothers of Believes’ নামের ভিডিও লেকচার সিরিজ-এ তিনি ধারাবাহিক জীবনীর দিকে না গিয়ে এমনভাবে উম্মুল মুমিনিনকে সামনে এনেছেন, যেখান থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা হাসিল করতে পারি। বর্ণনাভঙ্গি আর গতি পাঠকদের চোখ প্রতিটি পাতায় আটকে রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ-তরুণী এই লেকচার সিরিজ অনুবাদ করেছে। ঢাবির মেধাবী তরুণ জনাব শামিম রেজায়ি তার অনুবাদ প্রতিষ্ঠান রেজায়ি সেন্টারে দারুণ মেধাবী কয়েকজনকে সম্পৃক্ত করেছেন। এই অনুবাদ-কর্মে অংশ নেওয়া মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, আহমাদ ভূঁইয়া, সৈয়দা ফাবিহা তাসনিম, সানিকুদরাত সাকি, নাসিম আহমেদ, শামিম রেজায়ি—প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। গার্ডিয়ানের টিম-এর সবাইকে অভিনন্দন। দারুণ এই কাজটি করতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত ও শিহরিত।

জেনে রাখা ভালো—এটা একটা ভিডিও লেকচার সিরিজ-এর অনুবাদ গ্রন্থ। মুখের কথামালাকে সাহিত্যের চাদর পরিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন এক কাজ। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি তথ্যের রেফারেন্স দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখানের সকল বক্তব্য-মতের ব্যাপারে আমরা ইয়াসির ক্বাদির দৃষ্টিভঙ্গিই উপস্থাপন করেছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বইটি অক্ষরের কালিতে পড়ার সময় অবশ্যই ভুলে যাবেন না—এটি একটি ভিডিও লেকচার।

নির্ভুল বই নির্মাণে আমরা সদা-তৎপর; তবে কোনোভাবেই ত্রুটিমুক্ত করার দাবি করছি না। পুরো প্রক্রিয়ায় (বক্তব্য, অনুবাদ, বানান, সম্পাদনায়) কোনো ত্রুটি হলে নিঃসন্দেহে আমাদের জানাবেন, প্লিজ। গার্ডিয়ান তার গ্রন্থসমূহ যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

চলুন, দেখে নিই—বিশ্বাসীদের মায়াদের জীবন ও কর্ম। সাথে কুড়িয়ে নিই আমাদের পথচলার কিছু নুড়ি পাথর।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

২০ আগস্ট, ২০২০

অনুবাদের কথা

‘তারা নবিজি ﷺ-এর স্ত্রী’—এই পরিচয়টিই নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা অনুধাবনে যথেষ্ট। নারী হিসেবে তারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। মর্যাদার এই স্তর আরও উন্নীত হলো তখন, যখন মহান আল্লাহ বললেন—

‘নবিজি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত; আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।’ সূরা আহজাব : ৬

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁদের ‘বিশ্বাসীদের মা’ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। একজন বিশ্বাসী—সে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, তার হৃদয় এই মায়েদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। ফলে যখন কেউ ‘বিশ্বাসীদের মা’দের নিয়ে কুৎসা রটায়, মিথ্যের মোড়কে ইতিহাসের সত্যকে ঢেকে ফেলে, তখন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে থাকা বিশ্বাসী ব্যক্তিটিও কষ্ট পায়। সে বিক্ষুব্ধ হয়। তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের স্ফোভ প্রকাশিত হয় লেখনীতে, বিক্ষোভে। এভাবে সে জানান দেয়—‘আমি আমার মায়েদের ভালোবাসি।’

নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের মর্যাদা নবিজি ﷺ-এর মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। তাঁর স্ত্রীদের অবমাননা অর্থহীন হলো নবিজি ﷺ-এর অবমাননা। কারণ, তারা ছিলেন নবিজি ﷺ-এর অর্ধাঙ্গিনী, অধীনস্থ। তাঁরা একই সঙ্গে জীবনযাপন করেছেন, সুখ-দুঃখ ভাগ করেছেন। আরেকটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করা পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্রোহ পোষণের শামিল। কেননা, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁদের; বিশেষ করে আয়িশা রা.এ-এর সম্মান ও মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। পবিত্রতার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তাঁদের উপাধি দিয়েছেন ‘বিশ্বাসীদের মা’।

বইয়ের নাম ও এতটুকু পড়ে আপনারা এতক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছেন, এ বইটি নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণের জীবন ও কর্ম নিয়ে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আমেরিকান স্কলার ড. ইয়াসির ক্বাদি, তিনি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে Memphis Islamic Center-এ নবিজি ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে ‘The Mothers of the Believers’ শিরোনামে ১৫ (পনেরো) পর্বের ধারাবাহিক লেকচার প্রদান করেন। ঐতিহাসিক দলিলের যৌক্তিক উপস্থাপনায় ড. ইয়াসির ক্বাদির দক্ষতা এ লেকচার সিরিজটিকে অসাধারণ ও অনন্য করে তুলেছে। আমাদের বিশ্বাসীদের মা বইটি এ লেকচার সিরিজেরই অনূদিত রূপ। আমরা চেষ্টা করেছি, ড. ইয়াসির ক্বাদির উপস্থাপন ভঙ্গিমা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে—যাতে বইটির আলোচনা পাঠকদের নিকট জীবন্ত উপস্থাপিত হয়। আশা করা যায়, বইটি পড়ার সময় বই ও পাঠকের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হবে।

বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে উম্মুল মুমিনিন ও আহলে বাইতের পরিচয়, তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। উম্মুল মুমিনিন আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কি না, এ নিয়ে সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে। এরপর তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা রয়েছে। নবিজি ﷺ-এর সাথে তাঁদের বিয়ে ও সংসার জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ থেকে পাঠকরা ইসলামি পরিবার গঠনের জ্ঞান ও মেজাজ অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

উম্মুল মুমিনিনের জীবনাচরণ, ভালোবাসার প্রতিযোগীদের (সতিন) সাথে তাঁদের ব্যবহার, নবিজি ﷺ-এর সাথে মনোমালিন্য ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে বইটি আলোচনা করে। বইটি আরও আলোচনা করে কতিপয় উম্মুল মুমিনিনের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে। ইসলামি খিলাফত-রাষ্ট্রের পলিসিসংক্রান্ত বিষয়ে এবং উষ্ট্রের যুদ্ধে তাঁদের কেমন ভূমিকা ছিল, সেটাও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নবিজি ﷺ-এর কয়েকজন সম্মানিতা স্ত্রী ইলমুল হাদিস ও ইলমুল ফিকহে অবদান রেখেছেন—এ বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক ও তথাকথিত মুক্তমনা সম্প্রদায় আমাদের সম্মানিতা মায়েদের সম্পর্কে নেতিবাচক ও বিষাক্ত কথা প্রচার করে। তারা সত্য ইতিহাস ও কুরআনের নিশ্চয়তাকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের কলুষিত মনকে প্রাধান্য দেয়। এসব নিকৃষ্ট মানুষদের শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে যেসব আপত্তিকর ও বিষাক্ত কথা তারা প্রচার করে, সেসবের যৌক্তিক ও সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসীদের মা বইটিতে।

আমরা বিশ্বাস করি, এ বইটির অনুবাদ কাজের সমাপ্তি মহান আল্লাহর অনুগ্রহেই সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর দেওয়া যোগ্যতা ছাড়া আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই; কোনো জ্ঞান নেই, তাঁর দেওয়া জ্ঞান ছাড়া। প্রকৃতপক্ষে তিনিই জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সক্ষমতা দানকারী। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আর সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। ফলে আমরা অবনত চিত্তে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর কাছে আর্জি পেশ করছি, তিনি যেন আমাদের এ ক্ষুদ্র কাজকে কবুল করে নেন।

আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশ্বাসীদের মা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত সম্পাদক, প্রকাশক, প্রফরিডারসহ সকল কলাকুশলীদের। তাদের জন্য দুআ করছি, মহান আল্লাহ যেন তাঁদের মেহনত কবুল করে নেন। তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমিন।

নিবেদক

অনুবাদক টিমের পক্ষে

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

সূচিপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মাহাতুল মুমিনিন ও আহলে বাইত	১৩
◇ আহলে বাইতের পরিচয়	১৩
◇ উম্মাহাতুল মুমিনিন কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত	১৪
◇ উম্মাহাতুল মুমিনিনের প্রতি আল্লাহর রহমত	১৮
◇ আহলে বাইতের হক	২২
◇ আলি <small>عليه السلام</small> ও আয়িশা <small>عليها السلام</small>	২৯
◇ হাসান ও হোসাইন <small>عليهما السلام</small>	৩০
◇ কেউ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কি না কীভাবে বুঝব	৩৩
◇ উম্মাহাতুল মুমিনিন-এর পরিচয়	৩৪
◇ উম্মুল মুমিনিনের প্রতি আল্লাহর রহমত	৩৮
◇ উম্মুল মুমিনিনদের সংখ্যা কত	৪৭
◇ দ্রাস্ত ধারণার অপনোদন	৫২
খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ <small>عليها السلام</small>	৫৭
◇ খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ <small>عليها السلام</small> -এর বংশ পরিচয়	৫৯
◇ খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ <small>عليها السلام</small> -এর পরিবার-পরিজন	৫৯
◇ কিছু প্রশ্নের উত্তর	৬৯
◇ নবিজি <small>عليه السلام</small> -এর সাথে পরিচয় ও বিয়ে	৭৩
◇ বিয়ের সময় খাদিজা <small>عليها السلام</small> -এর বয়স	৭৮
◇ তাঁদের সংসার কেমন ছিল	৮১
◇ খাদিজা <small>عليها السلام</small> ও নবিজি <small>عليه السلام</small> -এর সন্তানদের পরিচয়	৮৪
◇ কেমন ছিলেন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ <small>عليها السلام</small>	৯০
◇ নবিজির দায়িত্ব পালনে খাদিজা <small>عليها السلام</small> -এর ভূমিকা	১০৪
◇ খাদিজা <small>عليها السلام</small> ও নবিজি <small>عليه السلام</small> -এর নাতি-নাতনি	১২১

হজরত সাওদা বিনতে জামআ	১২৫
◈ নাম ও বংশ পরিচয়	১২৫
◈ নবিজি -এর সাথে বিয়ে	১২৬
◈ বিবাহের ঘটনা	১২৬
◈ মাদানি জীবনে হজরত সাওদা	১২৮
◈ কুরআনের পরিভাষায় হিজাব	১৩০
◈ মুজদালিফা ত্যাগের হুকুম	১৩২
◈ হজরত সাওদা এবং রাসূল -এর তালাকের ঘটনা	১৩২
◈ হজরত সাওদা সম্পর্কে অন্যান্য হাদিস	১৩৪
◈ মৃত্যু ও দাফন	১৩৫
◈ সাওদা বর্ণিত হাদিসসমূহ	১৩৬
আয়িশা বিনতে আবু বকর	১৩৭
◈ আয়িশা বিনতে আবু বকর -এর পরিচয়	১৩৭
◈ আয়িশা ও নবিজি -এর বিয়ে	১৪১
◈ কেমন ছিল নবিজি ও আয়িশা -এর বৈবাহিক জীবন	১৪৬
◈ যেসব দিক দিয়ে আয়িশা অন্যদের থেকে এগিয়ে	১৪৭
◈ আয়িশা -এর সম্মান ও মর্যাদা	১৫০
◈ নবিজি ও আয়িশা -এর পারস্পরিক ভালোবাসা	১৫৪
◈ আয়িশা -এর ঈর্ষা এবং আমাদের শিক্ষা	১৬২
◈ আয়িশা একজন নিয়ামতপ্রাপ্ত নারী	১৭৬
◈ কেমন ছিল আয়িশা -এর তাকওয়া ও ঈমান	১৮১
◈ আয়িশা ও পবিত্র কুরআন	১৮৪
◈ হুমায়রাহ ভালোবেসে রাখা নাম	১৮৫
◈ আয়িশা -এর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা	১৮৬
◈ আয়িশা আরবের ডাক্তার	১৯২
◈ একটি মহানুভবতা	১৯৩
◈ উষ্ট্রের যুদ্ধ ও আয়িশা	১৯৩
◈ আয়িশা -এর বিয়ের বয়স দুষ্টের সমালোচনা এবং হিস্টোরিক্যাল রিভিশন	১৯৭
◈ আয়িশা -এর প্রতি বিদেষ পোষণের পরিণাম	২১০
হাফসা বিনতে উমর	২১৩
◈ পরিচয়	২১৩
◈ নবিজি ও হাফসা -এর বৈবাহিক জীবন	২১৬
◈ রাসূলুল্লাহ -এর সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ	২২২
◈ রাসূলুল্লাহর -এর সাথে পুনর্বিবাহ	২২৪
◈ পরবর্তী জীবন	২২৬
◈ হাফসা বর্ণিত কিছু হাদিস	২২৬

জয়নব বিনতে খুজায়মা ﷺ	২৩০
◇ বংশ পরিচয়	২৩০
◇ জয়নব ﷺ-এর প্রথম স্বামী ও সংসার	২৩১
◇ নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহ	২৩২
◇ উম্মুল মাসাকিন	২৩৩
◇ মৃত্যু	২৩৩
উম্মে সালামা ﷺ	২৩৪
◇ বংশ পরিচয়	২৩৪
◇ প্রথম স্বামী ও সংসার	২৩৪
◇ হিজরতে জন্ম নেওয়া প্রথম মুসলিম শিশু	২৩৫
◇ মক্কায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন এবং মদিনায় হিজরত	২৩৫
◇ নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহ ও সংসার	২৪২
◇ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা	২৪৬
◇ উম্মে সালামা ﷺ ও তথাকথিত ইসলামি নারীবাদী ইস্যু	২৪৯
◇ উম্মে সালামা ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা	২৫৯
◇ উম্মে সালামা ﷺ-এর রাজনৈতিক জীবন	২৬৩
◇ উম্মে সালামা ﷺ-এর মৃত্যু	২৬৪
◇ উম্মে সালামা ﷺ-এর সন্তান-সন্ততি	২৬৫
জয়নব বিনতে জাহাশ ﷺ	২৬৭
◇ পরিচিতি	২৬৭
◇ বিশেষত্ব	২৬৮
◇ নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহ	২৭২
◇ মৃত্যু	২৮৭
◇ জয়নব ﷺ বর্ণিত হাদিসসমূহ	২৮৮
জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারিস ﷺ	২৮৯
◇ নাম ও বংশ পরিচয়	২৮৯
◇ একটি যুদ্ধ এবং দাসীতে পরিণত হওয়া	২৮৯
◇ মুকাতাবার দাবি এবং নবিজি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ	২৯১
◇ বাররাহ থেকে জুয়াইরিয়্যাহ নামকরণ এবং এর হিকমাহ	২৯২
◇ একটি মজার ঘটনা	২৯৩
◇ জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারিস ﷺ বর্ণিত হাদিসসমূহ	২৯৪
উম্মে হাবিবা ﷺ	২৯৭
◇ নাম ও বংশ পরিচয়	২৯৭
◇ পূর্বের স্বামী এবং বিচ্ছেদের ঘটনা	২৯৮
◇ নবিজি ﷺ কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব এবং রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠান	৩০১

সাফিয়া বিনতে হুয়াই	৩১২
◈ বংশ ও গোত্র	৩১২
◈ রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ে	৩১৩
◈ রান্নার হাত	৩২৩
◈ হাদিস বর্ণনা	৩২৯
◈ সাফিয়া রাঃ-এর সম্পদ	৩৩০
◈ মৃত্যু	৩৩০
মায়মুনা বিনতে আল হারিস	৩৩১
◈ নাম ও বংশ পরিচয়	৩৩১
◈ ইসলাম গ্রহণ ও বিয়ে	৩৩২
◈ শেষ জীবন ও মৃত্যু	৩৩৬
◈ হাদিস বর্ণনা	৩৩৭
◈ ওয়াহাবাত নাফসাহা	৩৩৮

ইসলামের দৃষ্টিতে উম্মাহাতুল মুমিনিন ও আহলে বাইত

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন—

‘মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও নবিগণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, আর নবিদের স্ত্রীগণ তাদের মা।’ সূরা আহজাব : ৬

‘বিশ্বাসীদের মা’ নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা ‘আহলে বাইত’ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। আহলে বাইতের পরিচয়, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত সম্পর্কে শুরুতে কিছুটা আলোকপাত করে নেব। এ ছাড়া আহলে বাইত ও সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য এবং আমরা (সুন্নিরা) তাঁদের কীভাবে দেখে থাকি, আর অন্যরা (শিয়া ও অন্যান্য) কীভাবে দেখে—এ সম্বন্ধেও কিছু জরুরি আলোচনা করব।

আহলে বাইতের পরিচয়

প্রথমত, আহলে বাইত কী? কারা এর অন্তর্ভুক্ত?

‘আহল’ ও ‘বাইত’ আলাদা দুটি শব্দের সমন্বয়ে ‘আহলে বাইত’। ‘আহল’-এর শব্দমূল হচ্ছে ‘আল’; যার অর্থ—ফিরে আসা। আবার ‘আহল’ শব্দের অর্থ পরিবার। তাই ‘আহল’ এমন লোকদের বলা হয়, যাদের কাছে পারিবারিক সম্পর্কের বিবেচনায় মানুষ পুনরায় ফিরে আসে। আমরা কাদের কাছে ফিরে আসি? নিশ্চয়ই পরিবার-পরিজনের নিকট। তাই পরিবারকে বলা হয় আল বা আহল; কারণ, মানুষ তাদের কাছে বারবার ফিরে আসে। আর বাইত অর্থ বাড়ি। অর্থাৎ আলে বাইত বা আহলে বাইত বলতে রাসূল ﷺ-এর পরিবারবর্গকে বোঝায়। আমরা কখনো আহলে বাইতকে ‘আলে বাইত’ বলি এজন্য যে ‘আল’ শব্দমূল হতে উৎপত্ত হয়েছে ‘আল’ ও ‘আহল’ শব্দ দুটি। তবে উভয় শব্দ সমার্থক হলেও কিছু আলিম উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য করেছেন।

উম্মাহাতুল মুমিনিন কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত

‘আহলে বাইত’-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা নিয়ে সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য বিরাজমান। তবে শিয়াদের কাছে এর সংজ্ঞা ও পরিচয় অনেকাংশে নির্ধারিত। সুন্নি মুসলিমদের এ মতবিরোধ প্রায়োগিক অর্থে খুব একটা গুরুত্ববহ নয়।

নবিজি ﷺ-এর বংশধারা সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর বংশধারা হলো-মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ। অর্থাৎ ‘আহলে বাইত’-এর অনুসন্ধান আমাদের আবদে মানাফ পর্যন্ত ফিরে যেতে হয়েছে; যদিও মতপার্থক্য হলো তারও আগের বংশধারা নিয়ে। এদিকে সবাই ঐক্যমত- আলি ﷺ, ফাতিমা ﷺ, হাসান ﷺ ও হোসাইন ﷺ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। মতপার্থক্য আসে দ্বিতীয় নিসবতে; নবিজির চাচাতো ভাই-বোনের ব্যাপারে। তবে প্রায় সকল সুন্নি মুসলিম মনে করে-বনু হাশিম আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

হাশিম ইবনে আবদে মানাফ নবি ﷺ-এর পূর্বপুরুষ। তাঁর দুই সন্তান ছিল : আব্দুল মুত্তালিব ও আসাদ। আসাদের পরিবারে কয়েকজন সন্তান ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁরা নিঃসন্তান হয়ে পড়েন। এজন্য বনু হাশিম বলতে শুধু আব্দুল মুত্তালিব ও বনু আব্দুল মুত্তালিবকে বোঝায়। যেহেতু আসাদের ঘরে হাশিমের কোনো নাতি-নাতনি ছিল না, সেহেতু শুধু আব্দুল মুত্তালিবকেই আমরা নবি ﷺ-এর দাদা হিসেবে চিনি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাই বনু হাশিমকে আহলে বাইত বলতে কারও আপত্তি নেই।

সুন্নি ও অসুন্নিদের চিন্তার একটা বড়ো পার্থক্য হলো-সুন্নিরা মনে করে উম্মাহাতুল মুমিনিন ও বনু হাশিম ‘আহলে বাইত’-এর অন্তর্ভুক্ত। আর অন্যরা মনে করে-শুধু বনু হাশিমই আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। হাম্বলি, শাফেয়ি ও অন্যান্য মাজহাব মতে, হাশিমের ভাই মুত্তালিব এবং তাঁর বংশধররাও আহলে বাইত। অর্থাৎ তাঁরা নবি ﷺ-এর চাচাতো ভাই-বোনদেরও (দ্বিতীয় নিসবতে) আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। যদিও হানাফি মাজহাব মতে শুধু বনু হাশিম আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।

তবে মুত্তালিবের বংশধররা আহলে বাইত কি না, এ ব্যাপারে আমাদের খুব বেশি মাথা ঘমানোর দরকার নেই। মুত্তালিবের বংশধরদের কেউ যদি বিশ্বের কোনো প্রান্তে থেকেও থাকে, এখন তাদের কেই-বা চেনে?

এই ১৪৪১ হিজরিতে এসে হাসান ﷺ ও হোসাইন ﷺ-এর বংশধরদের পরিচয় সুস্পষ্ট থাকলেও হিজরি বছর শুরু হওয়ার আগের বংশপরম্পরাকে খুঁজতে যাবে? দ্বিতীয় বা তৃতীয় নিসবতে চাচাতো ভাই-বোন অবশ্যই ছিল, কিন্তু এখন তাদের কেউ চেনে না। সুতরাং মতভেদটা

হলো-আহলে বাইত বলতে শুধু বনু হাশিমকে বোঝাবে নাকি বনু মুত্তালিবকেও? আর নবি ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে কেন আব্দুল মুত্তালিব বলা হয়?

এ নিয়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে-

‘চাচা মুত্তালিব তাঁর ভতিজাকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মা দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। তাই চাচা মুত্তালিব ইয়াসরিব তথা মদিনায় গিয়ে তাঁকে অপহরণ করেন। যখন মুত্তালিব তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন, তখন লোকজন তাঁকে মুত্তালিবের পোষ্যপুত্র বা দাস বলে ডাকতে থাকল।’

যেহেতু আমাদের মতে (সুন্নিদের মতে) উম্মাহাতুল মুমিনিনও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমরা বলি-‘আল’ (পরিবার) দুই ধরনের।

১. আল-বিত-তাবয়িইয়্যাহ (বৈবাহিক সম্বন্ধযুক্ত)।

২. আল বিল-আছালা (রক্তের সম্পর্কীয় বংশধর)। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনেও স্পষ্ট বর্ণনা আছে।

যখন ইবরাহিম ؑ-এর সাথে ফেরেশতারা দেখা করতে এলেন, ইবরাহিম ؑ ও তাঁর স্ত্রী সারাহকে সম্বোধন করে বলেন-

‘হে আহলে বাইত (নবি-পরিবার)! তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত।’
সূরা হুদ : ৭৩

কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীরা আহলের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের ভাবার্থ হলো- ইবরাহিম ؑ ও তাঁর স্ত্রী সারাহকে আল্লাহ রহমত ও বরকত দান করবেন তাঁদের সন্তান ইসহাক ؑ-কে প্রদানের মাধ্যমে। মুসা ؑ ও তাঁর পরিবারের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এসেছে-

‘আর যখন সে (মুসা) তাঁর আহলসহ ভ্রমণ করছিল, তখন তুর পাহাড়ের পাদদেশে আগুনের সন্ধান পেল।’ সূরা কাসাস : ২৯

আয়াতের বর্ণনায় এখানে আহল বলতে স্ত্রীদের বোঝানো হয়েছে, যা আমাদের মতের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাদের মতে-শুধু রক্তের সম্পর্কীয়রাই ‘আহল’-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা বলব, অবশ্যই নবি ﷺ-এর স্ত্রীদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেননা, পবিত্র কুরআনে তা-ই বলা হয়েছে। তা ছাড়া কুরআনের পাশাপাশি হাদিসেও এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণ আছে।

‘আহলে বাইত’-এর প্রায়োগিক সংজ্ঞা হলো, তাঁরা নবি ﷺ-এর এমন আত্মীয় ও স্ত্রী; যাদের জন্য সাদাকা ও জাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। কেন আহলে বাইতের মধ্যে নবি ﷺ-এর চাচাতো ভাই ও সন্তান-সন্ততিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তার স্বপক্ষে সহিহ মুসলিমে একটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে—

‘আল হারিস ইবনে রাবিয়াহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ একদিন আবুল ফজল ﷺ-কে সাথে নিয়ে নবি ﷺ-এর দরবারে গিয়ে বলেন—“হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অসচ্ছল। বাইতুলমাল হতে আমাদের কিছু সাদাকাহ দিতে পারবেন, যাতে আমরা নিজেদের বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করতে পারি?” নবিজি ﷺ বলেন—“তোমরা কি জানো না যে মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের জন্য সাদাকাহ গ্রহণ বৈধ নয়; আমাদের জন্য সাদাকাহ নেওয়া শুদ্ধ নয়।”’

হাদিসে ‘আমরা’ বলতে বনু হাশিম বা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের বোঝানো হয়েছে; শুধু ফাতিমা ﷺ বা হাসান-হোসাইন ﷺ-কে নয়। দূরবর্তী আত্মীয় হলেও হারিস ﷺ আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর এবং নবিজি ﷺ-এর দ্বিতীয় নিসবতের চাচাতো ভাই। এ সূত্রে তিনি ‘আল’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

উপরোক্ত হাদিস থেকে এটা পরিষ্কার—বনু হাশিমের সমস্ত মানুষ নবিজি ﷺ-এর ‘আল’-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আব্বাস ﷺ ও তাঁর সন্তান-সন্ততি, আবু তালিব ও তাঁর সন্তান-সন্ততি, আকিল, জাফর, আলি ও তাঁদের সকল বংশধর ‘আহলে বাইত’-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আবু লাহাব আহলে বাইত নয়, কিন্তু তার বংশধরদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাঁরাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : আবু লাহাবের পুত্র উতবা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি একজন সাহাবি এবং তাঁর বংশধররা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

আন্দালুসে বসে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে ইবনে হাজেম ﷺ লিখেছেন—

‘মক্কায় এখনও তাঁর বংশধর বিদ্যমান। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে আবু লাহাবের বংশের অস্তিত্ব থাকলেও পরবর্তী সময়ে তাদের আর কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি। এর কারণ, আবু লাহাবের উত্তরাধিকারী হিসেবে গর্ব করার মতো তেমন কেউ ছিল না। উতবার সূত্রে আবু লাহাবের বংশধরও আহলে বাইত।’

আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, পবিত্র কুরআনে ‘আহল’ শব্দটি ‘স্ত্রী’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ইবরাহিম ﷺ ও মুসা ﷺ-এর স্ত্রীদের প্রসঙ্গে। তা ছাড়া কেবল উম্মাহাতুল মুমিনিন অর্থেও এক জায়গায় ‘আহলে বাইত’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطْعَنَ اللَّهُ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا.

‘তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। জাহেলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না। নামাজ কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে আহলে বাইত! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।’ সূরা আহজাব : ৩৩

অন্যান্য আয়াতে ‘ইয়া নিসাআল্লাবিয়্যি’ ব্যবহার করা হলেও এ আয়াতে ‘উম্মাহাতুল মুমিনিন’ বোঝাতে ‘আহলে বাইত’ শব্দটি চয়ন করা হয়েছে। আমাদের মতের পক্ষে এ আয়াত সবচেয়ে বড়ো ও স্পষ্ট দলিল। অর্থাৎ আহলে বাইতের মধ্যে উম্মাহাতুল মুমিনিনও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, উম্মাহাতুল মুমিনিনকে যারা আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না, তাদের দলিল কী?

বিখ্যাত হাদিস ‘হাদিসে কিসা’ তাদের প্রধান দলিল। নির্ভরযোগ্য এ হাদিসের ভাষ্য—

‘একদিন নবিজি ﷺ তাঁর গায়ে কালো পশমি কম্বল মুড়ে দিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় হাসান ﷺ এলে রাসূল ﷺ তাঁকে কম্বলের ভেতর ডেকে নেন। এরপর হোসাইন ﷺ এলে তাঁকে কম্বলের ভেতরে ডেকে নেন। এরপর ফাতিমা ﷺ এলে তাঁকে কম্বলের ভেতরে ডেকে নেন। কিছুক্ষণ পর আলি ﷺ এলে তাঁকেও কম্বলের ভেতরে ডেকে নেন।’

এরাই ইসলামের ইতিহাসে ‘বিখ্যাত পাঁচ’ নামে প্রসিদ্ধ। রাসূল ﷺ তাঁদের সকলকে কম্বলে আচ্ছাদন করে সূরা আহজাবের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

‘আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।’ সূরা আহজাব : ৩৩

কম্বলের মধ্যে ছিলেন তাঁর কন্যা, চাচাতো ভাই, জামাতা ও দুই দৌহিত্র। তাই একদল বলে—আহলে বাইত বলতে এই পাঁচজন এবং তাঁদের বংশধরদের বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা তারা বনু হাশিমের অন্যদের অস্বীকার এবং কম্বলে আচ্ছাদিতদের মধ্যেই আহলে বাইতকে সীমাবদ্ধ করে।

এ বিষয়ে আমাদের জবাব অত্যন্ত সোজাসাপ্টা। কুরআনের আয়াত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, আলি ﷺ কি আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত? হ্যাঁ,

অন্তর্ভুক্ত। ফাতিমা রাঃ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত? হ্যাঁ অন্তর্ভুক্ত। হাসান-হোসাইন রাঃ কি অন্তর্ভুক্ত? হ্যাঁ, তাঁদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা কোনোভাবেই উম্মাহাতুল মুমিনিনকে বাদ দেওয়া যায় না।

হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে আহলে বাইতের প্রসঙ্গ হলেন এ পাঁচজন এটা সত্য, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কেনো বৈপরীত্য নেই। কুরআন ও অন্যান্য বিশ্বস্ত সূত্রমতে, উম্মাহাতুল মুমিনিনের পাশাপাশি বনু হাশিমের মুসলমানরাও এর অন্তর্ভুক্ত। উম্মাহাতুল মুমিনিনের সাদাকা গ্রহণের বৈধতা ছিল না। একবার নবিজি সঃ আয়িশা রাঃ-কে বলেন- ‘তুমি কি জানো না, আমাদের জন্য সাদাকা গ্রহণ করা বৈধ নয়?’

‘আমাদের’ বলতে উম্মাহাতুল মুমিনিনকে বোঝানো হয়েছে; বনু হাশিমকে না। আর কুরআনের খাস এবং আম বর্ণনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে উম্মাহাতুল মুমিনিন ‘আহল’-এর অন্তর্ভুক্ত। খাস বলতে ‘আহলে বাইত’ দ্বারা উম্মাহাতুল মুমিনিনকে এবং ‘আহল’ শব্দ দ্বারা স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে ‘আহলে বাইত’ বলতে রক্তের সম্পর্কীয় বনু হাশিম ও স্ত্রীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উম্মাহাতুল মুমিনিনের প্রতি আল্লাহর রহমত

নবিজি সঃ-এর স্ত্রীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত ও করুণাপ্রাপ্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা করা হবে। তবে যে করুণার কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, তা হলো পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

‘মুহাম্মাদ সঃ-এর স্ত্রীগণ তোমাদের মা।’ সূরা আহজাব : ৬

তাই তাঁদের ‘উম্মাহাতুল মুমিনিন’ বলে সম্বোধন করা হয়। প্রথমত, যা উল্লেখ করতে হয় তা হলো-তাঁরা আমাদের জন্য হারাম (বিবাহের জন্য); ঠিক যেমন একজন মুমিনের কাছে মায়ের সাথে বিবাহ-সম্পর্ক হারাম। নবিজি সঃ-এর ওফাতের পর তাঁদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া কারও জন্য কোনোভাবেই বৈধ ছিল না। আয়াতের দ্বারা আমরা আরও জানি, উম্মাহাতুল মুমিনিন পার্শ্ববর্তী জীবনের পাশাপাশি পরকালেও নবিজি সঃ-এর সঙ্গী হিসেবে থাকবেন।

আবু দাউদে হাফসা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে-

‘হাফসা রাঃ ও নবিজি সঃ-এর মাঝে একবার মতানৈক্য হলে নবিজি সঃ তাঁকে তালাক দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। জিবরাইল রাঃ এ সময় রাসূল সঃ-এর নিকট এসে

বললেন—“হে আল্লাহর রাসূল! তিনি এ দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার সঙ্গী। এটি এক চিরস্থায়ী বন্ধন, আপনি তা ছিন্ন করতে পারেন না।”

আমরা তাঁদের জন্য সালাম ও দরুদ পৌঁছাই। নবিজি ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করতেন—

‘হে আল্লাহ! আপনি আলে মুহাম্মাদের পরিবারবর্গকে বেঁচে থাকতে প্রয়োজনীয় রিজিক দান করুন, আমাদের অভুক্ত রাখবেন না।’

তিনি তাঁর স্ত্রীদের ‘আল’ দ্বারা উল্লেখ করেন। যখন তিনি এ দুআ করতেন, তখন ফাতিমা রা ব্যতীত তাঁর কেউ ছিল না। অর্থাৎ ‘আল’ বলতে এখানে স্ত্রীগণ-ই উদ্দেশ্য; আর তাঁরা আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত নারী ছিলেন। সূরা আহজাবে উম্মাহাতুল মুমিনিন সম্বন্ধে অন্তত ছয়-সাতটি আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

‘আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালীন আবাসস্থল কামনা করো, তবে তোমাদের মধ্য থেকে সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ অবশ্যই মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।’ সূরা আহজাব : ২৯

এক বিখ্যাত ঘটনাকে উপজীব্য করে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। নবিজি রা-এর কতক স্ত্রী উন্নত জীবনোপকরণ কামনা করছিলেন। নবিজি রা তখন তাঁদের বলেন—

‘তোমাদের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে; হয় তোমরা এই পার্থিব জীবনকে বেছে নাও, অফুরন্ত জীবনোপকরণ পাবে। অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেছে নাও, তাঁদের সঙ্গে থাকো এবং এ জীবনযাত্রায় সমৃদ্ধ থাকো।’

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রা-কে বেছে নিলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে রয়েছে মহা পুরস্কার।’

তখন নবিজির প্রত্যেক স্ত্রী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রা-কে বেছে নিয়েছিলেন।

কুরআনের রেওয়ায়েত অনুযায়ী—যেহেতু তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রা-কে বেছে নিয়েছিলেন, তাই তাঁদের জন্য জান্নাতে রয়েছে সুউচ্চ মাকাম। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘হে নবি পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও।’ সূরা আহজাব : ৩২

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন।’ সূরা আহজাব : ৩৪

উম্মাহাতুল মুমিনিনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—যখনই নবিজি ﷺ-এর পবিত্র জবানে কুরআনের বাণী শুনবেন, তখন যেন তাঁরা তা তিলাওয়াত করে, স্মরণ করে। তাই আমরা নিশ্চিত্তে বলতে পারি, আহলে বাইত তথা নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণ ও বনু হাশিমের রয়েছে উঁচু মরতবা। এ মরতবার মানে কী? আমরা সুন্নি মুসলমানরা বিশ্বাস করি, নবির বংশের যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলমান হয়েছেন, তাঁরা নিজেদের কর্মের পুরস্কার ছাড়াও আহলে বাইত হওয়ায় বিশেষ সম্মান লাভ করবেন। যদি এমনটা না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তাঁদের আত্মীয়তা কোনো কাজে আসবে না।

ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক কাউকে রক্ষা করতে পারবে না; কেবল ব্যক্তির আমলই তাকে রক্ষা করতে পারবে। যদি আমল থাকে, তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে; যাকে বলা হয় ‘শারায়’ বা সম্মান ও মর্যাদা। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম আত্মীয়তাকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। ইবরাহিম ؑ-এর বংশধরদের সবাই পূণ্যবান ছিলেন না। আবু লাহাব রাসূল ﷺ-এর চাচা, রাসূলের পিতা আব্দুল্লাহর আপন ভাই। তাতে কি! সে তো জাহান্নামি। এভাবে আব্বাস ؑ ও হামজা ؑ ছাড়া আব্দুল্লাহর অন্য ভাইরাও জাহান্নামি।

বস্তুত আমরা সকলেই দুজন নবি তথা আদম ؑ ও নুহ ؑ-এর বংশধর। সকল মানুষের এ দুই নবির সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে (সামান্য ব্যতিক্রম থাকতে পারে)। সুতরাং এ ধারণা দূর করতে হবে, নবির বংশধর হলেই সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। ঘৃণ্য পুরুষ হিটলার ও স্টালিনও নবি ﷺ-এর বংশধর।

নুহ ؑ-এর সন্তান ঈমান আনেননি। এক্ষেত্রে আত্মীয়তা তার কোনো কাজে আসবে না। আত্মীয়তা কাউকে জান্নাতে নিতে পারবে না। সহিহ মুসলিমে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে—

‘যার বদ আমল তাকে পিছিয়ে নিয়েছে, আত্মীয়তা তাকে কোনোভাবেই এগিয়ে নিতে পারবে না।’

কিন্তু যদি কেউ নেক আমল করে, তবে আত্মীয়তার কারণে মানুষ তাকে দ্বিগুণ ভালোবাসবে; মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক এটিই দুনিয়ার রীতি।

খুব স্বাভাবিক, একজন মহৎ ব্যক্তিত্বের সন্তানদের সাধারণ লোকে ভালোবাসে তার পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে। কিছুদিন আগে আমি আফ্রিকা গিয়েছিলাম। সেখানে নেলসন ম্যান্ডেলার পৌত্রের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, তবে সময়ের অভাবের কারণে তা হয়ে ওঠেনি। তার সাথে দেখা করা আমার জন্য সম্মানের কাজ হতো। আপনারা হয়তো জানেন, তার এক পৌত্র

ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমরা তাকে দেখতে চেয়েছি; তাকে চিনতাম, বন্ধুত্ব ছিল এজন্য নয়; বরং তাঁর পিতামহের কারণে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। তাঁর বংশানুক্রম নিয়ে সে গর্ব করতে পারে এবং বিশ্বও তাঁর প্রশংসা করে। অমুসলিম কারও ব্যাপারে এমন প্রশংসা করতে পারলে নবি-পরিবারের বেলায় এমনটা কেন হয় বুঝি না!

মানুষ কোনো ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করলে তার পরিবারও সে ভালোবাসার কিছুটা ভাগ পায়। আমরা সুন্নি মুসলমানরা নিঃসংকোচে বলতে পারি-আহলে বাইত তাঁদের যথাযথ সম্মান ও ভালোবাসা প্রাপ্তির পূর্ণ হকদার; তবে শর্তসাপেক্ষে-যদি তাঁরা পূণ্যবান হয়। যদি তাঁরা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তবে ভালোবাসা পাবে না। তাই কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে কেবল পূণ্যবান হলে তাঁরা এ সম্মান পাবে। এ ছাড়া আমাদের সম্মান প্রদর্শন তাঁদের জান্নাতে উঁচু মাকামের নিশ্চয়তা দেয় না। নিজেদের আমলের মাধ্যমে তাঁরা এটা হাসিল করবে। এমনকী নবিজি ﷺ ফাতিমা ﷺ-কে বলেন-

‘হে ফাতিমা! তোমাকে তোমার আমল করতে হবে। কিয়ামতে আমি তোমার জন্য কোনো কিছুই করতে পারব না।’ বুখারি

কুরআন ও সুন্নাহ আহলে বাইতের প্রতি অনেক করুণার বর্ণনা দেয়। তন্মধ্যে উম্মাহাতুল মুমিনিনের প্রতি রহমতের একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরআনে বর্ণিত-

‘নবিজির স্ত্রীগণ মুমিনদের মা।’ সূরা আহজাব : ৬

তাঁরা আমাদের মা। কারণ-

১. তাঁরা আমাদের জন্য হারাম।
২. তাঁদের প্রতি আমাদের বিশেষ সম্মান ও ভালোবাসা রয়েছে।
৩. আমরা নিজেদের মায়েদের যেমন শ্রদ্ধা করি, তেমনি তাঁদেরও শ্রদ্ধা করি।
৪. তাঁদের থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন-‘তাঁরা আমাদের মা।’ আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট মা। একজন সেরা মা তার সন্তানদের জন্য কী করেন? সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দেন। তাঁরা আমাদের জন্য রোল মডেল। তাঁদের থেকে আমরা দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করি। নবিজি ﷺ-এর ফিকহ, হাদিস ও সিরাত ঘাঁটলে আমরা পাই, তাঁরা নবিজি ﷺ-এর জীবনের অধিকাংশই (হাদিস, সিরাত) সংরক্ষণ করেছেন; কখনো তাঁদের দৈনন্দিন আমল বাদ যায়নি। তাঁদের থেকে আমরা ইসলামি শিষ্টাচারের দীক্ষা পাই। আয়াতের বর্ণনা অনুসারে তাঁরা যেহেতু আমাদের মা, আর সন্তান তাঁর মায়েদের সম্মান-ভালোবাসা জানাবে এটাই তো বিধান।